



বাংলাদেশ: নির্বাচনের পরেও নির্বিচারে আটক, নির্যাতনের দায়মুক্তি অব্যাহত রয়েছে

ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট টর্চার কনসোর্টিয়াম (UAT) বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রশাসনকে নাগরিকদের অবকাশকে সম্মান ও পুনরুদ্ধার করার এবং নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার করার আহ্বান জানাচ্ছে। চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে দেশের দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মাসে টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচিত হন, যার মধ্যে রয়েছে নির্যাতন, বলপূর্বক গুম করা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যা গোটা দেশ জুড়ে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তভাবে অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমালোচনা এবং জেনেভায় জাতিসংঘের সামনে গত নভেম্বরে তারা নিজের মানবাধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকার জানুয়ারির সংসদীয় নির্বাচনের তোড়জোড়ে ভিন্নমতপোষণকারী কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে তাদের দমন-পীড়ন আরো জোরদার করেছে। প্রায় 25,000 বিরোধী নেতা ও সমর্থককে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কয়েকজনকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 2023 সালের নভেম্বর থেকে কারাগারে অন্তত দশজন মারা গেছেন। আমরা এই কথিত লঙ্ঘনের কোনো স্বাধীন তদন্ত সম্পর্কে অবগত নই।

বছরের পর বছর ধরে, বাংলাদেশ সরকার ভিন্নমতপোষণকারী কণ্ঠস্বরকে দমন করে আসছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 2018 এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন 2023 সহ দমনমূলক আইনের অধীনে শত শত মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং সাংবাদিকদের নির্বিচারে আটক করা হয়েছে। শ্রমিক অধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধেও দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে। বেতন না পাওয়া কারখানার শ্রমিকদের সমর্থন করায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলামকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত এখনও করা হয়নি।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB), বাংলাদেশ পুলিশের একটি অভিজাত ইউনিট যার জাতিসংঘের অসংখ্য মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমালোচনা করা হয়েছে এবং যার উপর মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, সেটি বিশেষ করে তার অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং নির্যাতন প্রয়োগ করার জন্য কুখ্যাত। আমরা RAB-কে ভঙ্গ করার এবং অপব্যবহারগুলোর স্বাধীনভাবে তদন্ত ও বিচার করার জন্য সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি।

তদুপরি আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে বাংলাদেশ ইইউ-এর পছন্দের সাধারণীকৃত পরিকল্পনা (Generalised Scheme of Preferences) থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশন সহ 15টি মূল মানবাধিকার কনভেনশনের বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত এবং গুরুতর লঙ্ঘন সত্ত্বেও, যা ইইউ প্রবিধানের অধীনে পরিকল্পনা প্রত্যাহারকে ন্যায্যতা দেবে, ইইউ বাজারে শুল্ক-মুক্ত এবং কোটা-মুক্ত অ্যাক্সেস থেকে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে লাভ করে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, আমরা বাংলাদেশ সরকারকে কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটাতে এবং গণতান্ত্রিক নীতি ও মানবাধিকারের প্রতি তার অঙ্গীকারকে সম্মান করার আহ্বান জানাচ্ছি:

1. অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে সমস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার করা হোক, নির্বিচারে আটক সমস্ত কর্মী ও বিরোধী সদস্যদের মুক্তি দেয়া হোক এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হোক।
2. চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং বলপূর্বক গুমের মামলাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হোক।
3. র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে ভঙ্গ করা হোক এবং এর সদস্যদের দ্বারা কথিত নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের মামলাগুলোর তদন্ত ও বিচার করা হোক।
4. সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হোক এবং অন্যান্য দমনমূলক আইনের পুনর্মূল্যায়ন করা হোক যা সরকারের সমালোচকদের নির্বিচারে আটক করতে ব্যবহৃত হয়।

5. সকল আটক ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং দায়বদ্ধতা, সহজলভ্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক।
6. নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি, সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ বাস্তবায়ন সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে অর্থপূর্ণভাবে সম্পৃক্ততা অবলম্বন করা হোক।

বাংলাদেশকে তার মানবাধিকার রেকর্ডের জবাবদিহি করতে বলার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দেশগুলোর উচিত বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাতে ব্যাপক লঙ্ঘন এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান হয়। আর কোনো বাণিজ্য আলোচনা হওয়ার আগে, আমরা বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আইনের শাসন, নাগরিক অবকাশের সুরক্ষা এবং নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতার জন্য অর্থপূর্ণ অগ্রগতির দাবি জানাতে অনুরোধ করছি।

UAT কনসোর্টিয়াম হল একটি ইইউ-অর্থায়নকৃত প্রকল্প যা নির্যাতন প্রতিরোধ, সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং কৌশলগত মোকদ্দমাকে শক্তিশালী এবং প্রসারিত করতে 100টিরও বেশি দেশে 200টিরও বেশি নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্বে ছয়টি আন্তর্জাতিক নির্যাতন বিরোধী সংস্থার শক্তি এবং দক্ষতা একত্রিত করে।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

IRCT: Hugh Macleod-এর সাথে hml@irct.org এ

OMCT: Claire-Marie Germain-এর সাথে cmg@omct.org এ